# বহুমাত্রিক হাসান হাফিজুর রহমান স্মরণে

লিখেছেন **মারুফ রায়হান**

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, কবি, কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক হাসান হাফিজুর রহমানের (১৪ জুন ১৯৩২–১ এপ্রিল ১৯৮৩) যথাযথ মূল্যায়নে কার্পণ্য করেছে আমাদের সারস্বত সমাজ; নবপ্রজন্ম তাঁকে ঠিকমতো চেনেই না; স্বাধীনতা-উত্তর প্রবংশও কি তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেছে? চলতি সপ্তাহে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে কথাগুলো সামনে এসে যায়। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তাঁর সমকালের কয়েকজন লেখকের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে হাসান হাফিজুর রহমানের অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত হয়েছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। এ মুহূর্তে দু'টি বইয়ের নাম বলতে পারবো। প্রথমটি হচ্ছে আনিসুজ্জামানের 'কাল নিরবধি', পরেরটি রাবেয়া খাতুনের 'স্মৃতির জ্যোতির্ময় আলোয় যাঁদের দেখেছি'। বিশেষ করে কাল নিরবধি গ্রন্থে বেশ অনেকবারই এসেছে তাঁর সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতার প্রসঙ্গ। পঞ্চাশ দশকের হাসান হাফিজুর রহমানকে চিনতে অনেকখানিই সহায়তা করে এই বই। এক জায়গায় লেখা হয়েছে : দৈনিক ইত্তেহাদ উঠে যাওয়ায় তার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বমুক্ত হয়ে হাসান হাফিজুর রহমান যোগ দেন জগন্নাথ কলেজে, বাংলা বিভাগের শিক্ষকরূপে, ১৯৫৭ সালে। একটা ভালো সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে সব সময়ে ছিল, কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য তাঁর ছিল না। এ-সময়ে শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন সিকান্দার আবু জাফরের। জাফর ভাইও হয়তো এমন একটা কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি তখন থাকতেন অভয় দাস লেনে– সেখান থেকেই সমকাল প্রকাশের ব্যবস্থা হলো : সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। একেই বোধহয় বলে মণিকাঞ্চনযোগ।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের শহীদ হওয়ার ঘটনার পরের বছর হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদনা করলেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। সে এক অনন্যসাধারণ ইতিহাস। মাত্র একুশ বছর বয়সে সাহস ও

যোগ্যতার সঙ্গে জাতীয় এই কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে স্বদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তিনি। বলা বাহুল্য, সংকলনটি নিষিদ্ধ করেছিলো পাকিস্তান সরকার। একুশের শহীদদের স্মরণে তিনি লিখেছিলেন একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনে এই অমর পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ :

যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত
করে দিয়ে গেল
দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে, কণা কণা করে
ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে
ডুবে যেতে যেতে।

আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ন নাম! এক সার জ্বলন্ত নাম।

এ বছর প্রকাশিত অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর প্রবন্ধসমগ্র প্রথম খণ্ডের একটি লেখায় তিনি যথার্থই বলেছেন : পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে হাসান আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বলা যায় একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। কতবার কত সভাসমিতিতে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। 'সমকাল'-এর দপ্তরে, কার্জন হলে, বাংলা একাডেমিতে, রাইটার্স গিল্ডের ছোট্ট ঘরখানিতে। অনেক সময়ই হাসান নিজেকে সামনে আনেনি, কিন্তু এসময়কার প্রায় সকল প্রগতিশীল সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক উদ্যোগের পেছনে ছিল তার সুচিন্তিত বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা, নিবেদিতচিত্ত অক্লান্ত শ্রম, দুর্জয় সাহস ও গভীর ভালবাসা। আর এই ভালবাসার অন্যতম উৎস ছিল তার দেশপ্রেম, যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল তার সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা।

পঞ্চাশের দশকে দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা গল্পে সংকলন 'দাঙ্গার পাঁচটি গল্প' সম্পাদনার মধ্য দিয়ে হাসান হাফিজুর রহমান আবার স্বদেশের প্রতি সাহিত্যের দায়বোধটিকে প্রধান করে তুলেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোয় শোনা যায় সমকালের একজন প্রধান কবির কণ্ঠস্বর। কাব্যগ্রন্থের ভেতর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : বিমুখ প্রান্তর, আর্ত শব্দাবলী, যখন উদ্যত সঙ্গীন, বজ্রচেরা আঁধার আমার, শোকার্ত তরবারি। স্বদেশপ্রেম আর আধুনিক চেতনা জাগ্রত তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে।

হাসান হাফিজুর রহমানের একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'আরো দুটি মৃত্যু'– দশটি ছোটগল্পের সংগ্রহ। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সমাজ জীবনে শিক্ষিত আধুনিক মানুষের জটিল

## মিডিয়া ভাবনা

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর মিডিয়া বিষয়ে সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে কলাম লেখেন। সেই সাথে টেলিভিশনে টক শো উপস্থাপনা করেন চলতি ইস্যু নিয়ে। তার সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'মিডিয়া ভাবনা', এটি অভিন্ন শিরোনামে দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলাম-রচনার সংগ্রহ। প্রায় প্রতিটি লেখার উপসংহারে লেখক কিছু সাজেশন দেয়ার চেষ্টা করেছেন। 'লেখকের নিবেদন'-এ তিনি জানাচ্ছেন বাংলাদেশের মিডিয়া জগতে যা কিছু ঘটে তার অনেকগুলো ইস্যু নিয়ে আমার কলামে আমি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। সব ইস্যু যে আমি স্পর্শ করতে পারি তা নয়। প্রথম আলো পত্রিকায় আমাকে যেটুকু স্থান দেয়া হয় তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করি। আমার মতামত বা বিশ্লেষণ আমার একান্ত নিজস্ব। এর সঙ্গে সবাই একমত হবেন এমন আশা করি না। মিডিয়া ভাবনা গ্রন্থের কয়েকটি লেখার শিরোনাম এরকম : পাঠকের জানার অধিকার সংবাদপত্র কতটা রক্ষা করছে; সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের লড়াই; 'সাংবাদিকতা' কোন পর্যায়ে গেলে তা 'রাষ্ট্রদ্রোহ' হয়?; বিটিভির এখন আর্কাইভে যাওয়ার সময় হয়েছে; বেতার সম্পর্কে সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পাল্টাতে হবে; সরকারী বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের নীতি।

*মিডিয়া ভাবনা॥ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর॥ মাওলা ব্রাদার্স॥ ফেব্রুয়ারি ২০০৪॥ প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী॥ দাম ১৫০ টাকা॥*

## জীবনের কিছু কথা

ব্রিগেডিয়ার অধ্যাপক আব্দুল মালিক (অবঃ) বাংলাদেশের হৃদরোগ চিকিৎসার অঙ্গনে একটি বিশিষ্ট নাম। বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এই গুণী ব্যক্তিত্ব। 'জীবনের কিছু কথা' তাঁরই সংক্ষিপ্ত অন্তরঙ্গ আত্মজীবনী। ভূমিকায় নিজ স্মৃতিকথা সম্পর্কে তিনি বলছেন : আসলে আমার এই 'জীবনের কিছু কথা' সর্বসাধারণের জন্য লেখা, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয়। আর তাই এখানে বিধৃত হয়েছে আমার পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সাংসারিক জীবন, শিক্ষা জীবন, কর্ম জীবন, এবং আমার নিজস্ব জীবনদর্শন। আর নতুন প্রজন্মকে জানানোর জন্য সে সময়কার সমাজের কিছু চিত্র, দেশের কিছু অবস্থা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছি। এছাড়া হৃদরোগের ওপরও কিছু সাধারণ ধারণা দিয়েছি। যা সবার বোধগম্য হবে বলে আশা রাখি। বইয়ে বেশ কিছু আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। তার একটিতে দেখা যাচ্ছে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি টিমের সঙ্গে গ্রন্থকারও রয়েছেন। বইটি সম্পাদনা করেছেন ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম এবং গ্রন্থস্বত্ব দেয়া হয়েছে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ট্রাস্টকে।

*জীবনের কিছু কথা॥ ব্রিগেডিয়ার অধ্যাপক আব্দুল মালিক (অবঃ)॥ সাইন্টিফিক মিডিয়া সার্ভিসেস॥ জানুয়ারি ২০০৪॥ দাম ১২০ টাকা॥*

## নিখোঁজ, নিহত নয়

তরুণ সাংবাদিক আহসান কবিরের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ এই উপন্যাসে ফেনীর গডফাদারদের অপতৎপরতার চিত্র উঠে এসেছে। লেখক কুখ্যাত জয়নাল হাজারীর ক্যাডারদের হাতে নির্যাতিতও হয়েছিলেন। ক্যাডাররা তাকে তুলে নিয়ে যায়। তিনি জানাচ্ছেন : ১৯৯৭-এর পর থেকে ২০০৩ পর্যন্ত অন্তত তিনটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে এবং এই বই লেখার কাজে বহুবার ফেনী গিয়েছি। ফেনীর বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই বইয়ের উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। একজন সাংবাদিকের রোজনামচা অথচ উপন্যাস ফর্মে লেখা এই বই রাজনৈতিক ইতিহাস কিংবা স্থানীয় সাংবাদিকতার দলিলপত্র নয়। এখানে তুলে ধরা ঘটনাসমূহে সব তথ্য অবিকৃত রাখা হয়েছে। বইয়ে শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার অপব্যবহারের চিত্রও পাওয়া যায়। শেষদিকে লেখা হয়েছে : হাজারী সাহেব যখন অবৈধ অস্ত্র ও গুলি রাখার দায়ে যাবজ্জীবন সাজা পেয়েছেন তখন একই রকম অস্ত্র ও গুলিসহ ধরা পড়েও ভিপি জয়নাল মামলামুক্ত হয়েছেন।

*নিখোঁজ, নিহত নয়॥ আহসান কবির॥ জাগৃতি প্রকাশনী॥ ফেব্রুয়ারি ২০০৪॥ প্রচ্ছদ: কিশোর॥ দাম ১০০ টাকা॥*

দ্বন্দ্ব ও সংকট স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে এই গল্পগ্রন্থে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ 'আলোকিত গহ্বর' ও 'মূল্যবোধের জন্যে'। সওগাত থেকে সমকাল, সংস্কৃতির প্রশ্নে একটি মৌলিক সমস্যা, সাহিত্যে ভেজাল, গদ্যের শর্ত স্বাধীনতা, আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্য ইত্যাদি শিরোনাম থেকেই আলোকিত গহ্বর গ্রন্থের বিষয়বক্তব্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'উলুখড়ের সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে খানিকটা অংশ তুলে দিচ্ছি:

আমাদের ব্যবসায়ীরা যতোগুলো ব্যাঙ্কের নাম জানেন, ততগুলো বইয়ের নাম জানেন না। আমাদের আইনবিদ যতগুলো আইনগ্রন্থের নাম বলতে পারবেন, ততগুলো গুণী লোকের নাম নয়। আমাদের সংস্কৃতি বহুধা বিভক্ত। এর কিছু অংশ অন্ত্যজ, কিছু অংশ বিত্তবানের, কিছু অংশ আউল বাউলের বা আর কারো। আজতক পেলাম না অভিন্ন জনসাধারণের অভিন্ন সংস্কৃতি।

অপর প্রবন্ধগ্রন্থ 'মূল্যবোধের জন্যে'-র কয়েকটি লেখার শিরোনাম এরকম : শুধুই শিক্ষিত না কালচার্ডও, পয়লা বৈশাখ, বাংলা ভাষা এবং বাঙালিত্ব, আমাদের সাহিত্য : বিভ্রান্তি উৎক্রান্তি। এই শিরোনামগুলোতেই ইংগিত আছে স্ব-ভাষা ও স্ব-সংস্কৃতির প্রতি হাসান হাফিজুর রহমানের অঙ্গীকারবোধ।

হাসান হাফিজুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন জামালপুরের কুলকান্দি মিঞা বাড়িতে । পিতা আব্দুর রহমান ছিলেন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা। মায়ের নাম সৈয়দা হাফেজা খাতুন। শিক্ষাগ্রহণ করেছেন জামালপুর ও ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই জড়িত হন সাহিত্য সম্পাদনা ও সাংবাদিকতায়। সে-সময়ে কাজ করেছেন মাসিক সওগাত ও দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায়। পরে কিছুকাল সংবাদে চাকরি করার পর যোগ দেন তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানে। স্বাধীনতার পর পান দৈনিক বাংলার দায়িত্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন তিনি। যদিও পরবর্তীকালে মস্কোয় বাংলাদেশের প্রেস কাউন্সিলর পদে দায়িত্ব পালন করেন পাঁচ বছর। দেশে ফিরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা প্রকল্পের প্রধান নিযুক্ত হন এবং '৮৩ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ওই মহান কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। 'স্বাধীনতার যুদ্ধ : দলিলপত্র' নামে ষোল খণ্ডের প্রকাশনার ৪টি খণ্ড প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন তিনি। বাদবাকি খণ্ডসমূহ পরে প্রকাশিত হয়।

আগেই বলেছি, হাসান হাফিজুর রহমান সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ নিয়ে তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ : 'প্রতিবিম্ব' ও 'দক্ষিণের জানালা'। প্রথমটিতে রয়েছে ৬৬টি নিবন্ধ, পরেরটিতে ৪২টি। প্রতিবিম্ব গ্রন্থের একটি লেখায় তিনি বলছেন :

আমরা অতীতকে বড় বেশি ভুলে যাই এবং খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। অতীতকে ভুলি বলেই বর্তমানে আমরা ভুলও করি বেশি।

কথাগুলো খুবই খাঁটি। হাসান হাফিজুর রহমানকে, তাঁর তাৎপর্যময় অবদানকে আমরা ভুলতে পারি না; ভোলা উচিত নয়। ১৪ জুন তাঁর জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

বক্সের লেখা : **সিদ্ধার্থ রহমান**

## হ্যারি পটার

বিশ্বব্যাপী শিশুকিশোরদের প্রিয় সিরিজ 'হ্যারি পটার' বাংলায় অনূদিত হওয়ার আগে পৃথিবীর ৫৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। জোয়ান ক্যাথলিন রাওলিং বা জে. কে. রাওলিং ছয় খণ্ডে লিখেছেন বইটি। বাংলায় এই সিরিজের প্রথম ও সবচাইতে জনপ্রিয় বইটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হলো বৈধ অনুমোদন নিয়ে। অনুবাদ করেছেন সোহরাব হাসান ও শেহাবউদ্দিন আহমেদ। প্রকাশকের কথা-য় মেসবাহউদ্দীন আহমেদ লিখেছেন : এ বইয়ে রাওলিং শিশুকিশোরদের অন্তর্জগতে যেসব অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনার সৃষ্টি হয় তার কথা যেমন বলেছেন তেমনি সেই কল্পনার ওপর ভর করে তাদের নিয়ে গেছেন জাদু বাস্তবতার আশ্চর্য জগতে। নোবেল বিজয়ী লেখক নগিব মাহফুজ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের কারণে বইয়ের অস্তিত্ব হুমকির মুখে বলে যখন সবাই অভিযোগ তুলছে, সে মুহূর্তে হ্যারি পটার এটাই প্রমাণ করেছে যে, বইয়ের প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। হ্যারি পটারকে নিয়ে তৈরি সিনেমা আমেরিকার বক্স অফিসের পূর্বের সকল রেকর্ডকে ভেঙে ফেলেছে। *হ্যারি পটার অ্যান্ড দি ফিলসফারস স্টোন॥ জে. কে. রাওলিং॥ অঙ্কুর প্রকাশনী॥ জুলাই ২০০৩॥ দাম : ১৬০ টাকা॥*